দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 04 FEB 2008
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৮

ঝিনাইগাতীর গ্রামের শিক্ষার্থীদের বৃত্তির কোটা নিয়ে যাচ্ছে শহরের ছাত্রছাত্রীরা

ঝিনাইগাতী (শেরপুর) উপজেলা সংবাদদাতা

ঝিনাইগাতীর গ্রামীণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির কোটা ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে শহরের ছাত্র-ছাত্রীরা। এক শ্রেণীর সুবিধাভোগী শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও শিক্ষা কর্মকর্তার যোগসাজশে অত্যন্ত সুকৌশলে গ্রামীণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে সরকারী বৃত্তি থেকে। ফলে গ্রামাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের সত্যিকার মেধা যাচাই না হওয়ায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে সরকারের এই মহতী উদ্যোগ গ্রামীণ ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা যাচাই কার্যক্রম। জানা যায়, শেরপুর জেলা শহরের নামীদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা কিন্ডার গার্টেনে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা ঝিনাইগাতীর প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাগজেপত্রে ভর্তি দেখিয়ে গারো পাহাড়ী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর জন্য সরকারীভাবে বরাদ্দকৃত কোটাভিত্তিক বৃত্তি ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সরকার গ্রামীণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইউনিয়ন কোটাভিত্তিক প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করে থাকে। এতে প্রাথমিক পর্যায়ে ৫ম শ্রেণীতে প্রত্যেক ইউনিয়নে সাধারণ গ্রেডে ২ জন ছাত্র ও ২ জন ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। আর উপজেলা কোটায় ১০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সমহারে টেলেন্টপুলে বৃত্তি প্রদান করা হয়। ৮ম শ্রেণীর বৃত্তির ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে ১০ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে সাধারণ গ্রেডে ও ৫ জনকে টেলেন্টপুলে বৃত্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এসব কোটাভিত্তিক বৃত্তি ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে শহরের ছাত্র-ছাত্রীরা। আর শহরের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে হেরে গিয়ে সরকারী বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রকৃত গ্রামীণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা। জানা যায়, শেরপুর কিন্ডার গার্টেনে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা শুধুমাত্র বৃত্তির জন্য প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোতে ভর্তি হয়। তারপর এসব গ্রামীণ স্কুল থেকে সময়মত বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ফরম ফিলাপ করে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ফলে সুবিধা বঞ্চিত গ্রামীণ ছাত্র-ছাত্রীরা শহরের আধুনিক ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে বঞ্চিত হয় তাদের জন্য বরাদ্দকৃত বৃত্তি হতে।